শ্রীশ্রীদুর্গা ঃ

শরণং

1902 oc 84.1
১৮৪৭

স্ত্রীজাতির দুরা চরণের কথা

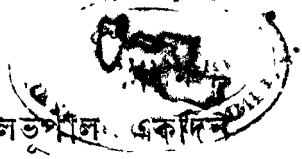

উজ্জনীয়পতি শ্রীলশ্রীবৈজপালভূপাল একদিন কালিদাসকে হস্তে ধরিয়া বেলাবসানে উপবনে চলিলেন উদ্যানে গিয়া জাতি জূতি মালতী মল্লিকা নবমল্লিকা শেফালিফা সেবন্তিকা পাটল সেবন্তিকা পুন্নাগ নাগকেশর সরোজ কুমুদ কহলার কেতকী চম্পক কনকচম্পক টগর গন্ধরাজ বক করবীরাদি বহুবিধ পুষ্পমালঞ্চ শোভাদর্শনে ও ভ্রমর গণগুণগুণিত কোকিলাদির গানেতে ও সুশীতল সুগন্ধি মন্দমন্দ বায়ু সুখস্পর্শেতে ও শিষ্টালপ্যামৃত রস ধারাতে পরমাপ্যায়িত কালিদাসকে সানন্দচিত্তে সবিনয়ে কহিলেন। হে সরস্বতীর বর পুত্র সভা পণ্ডিত আপনি স্ত্রীজাতির দুরাচরণের কথা কহুন। মহারাজের এতাদৃশ মধুর বানি শ্রবণ করিয়া কবি শ্রেষ্ঠ কালিদাস শ্রীলশ্রীমহারাজাধিরাজকে বিজ্ঞাপন করিয়া কহিলেন। "হে মহারাজ অবধান হউক। অনির্ব্বার্য্য দর্প কন্দর্পের প্রধান শস্ত্র স্ত্রীজাতি

তাহার বশে যে না আইসে সেই ইহলোকে পরলোকে জয়ী আর স্ত্রীজিত যে জন সে যে সর্ব্বত্র পরাজিত ইহা কি কহিব অতএব স্ত্রীতে অত্যন্তাসক্তি রাজকুমারের [illegible] বিহিত নয় এতদর্থ তদ্বিষয়ক পুরস্কৃত কল্পনাতে স্ত্রীনিন্দানুবাদিকা সকল রাজকুমারদিগকে পরম হিতোপদেশ কারিকা নীতিমাতৃকা স্বরূপ কাশ্মীর তুরঙ্গমী কথা শ্রবণ করুন।

অতিধন্য মান্য প্রতাপশালী কাশ্মীররাজ হস্তী অশ্ব রথ পদাতিচয় চতুরঙ্গিণী সেনা সঙ্গে লইয়া মৃগয়ার্থ কানন মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্রের দ্বারা শশ শল্যক শূকর গণ্ডক বাতমৃগ কৃষ্ণসার সম্বর রৌহিষ গবয় গন্ধর্ব গোকর্ণ শমর চমর রোহিত প্রভৃতি নানাবিধ মৃগজাতি সংহার করিয়া অরণ্যানী হইতে আসিতেছেন ইত্যবসরে ঐ মহারণ্যমধ্যে প্রথমরাত্রে মনোহর মধুর বামাস্বরে গান ও কঙ্কনালঙ্কার ঝণৎকার নূপুরাদির শব্দ শুনিতে যেমন পাইলেন তেমনি তৎশ্রবণেতে অনির্ব্বার্য্য কামপীড়াতে ব্যথিতবুদ্ধি হইয়া রাগান্ধতা হেতুক পূর্ব্বাপর বিবেচনাশূন্য হইয়া তৎসঙ্গীত শব্দ লক্ষে একাকী পদব্রজে ধাবমান হই-

লেন। তদনন্তর কাশ্মীররাজ বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ মনোহর কুঞ্জমধ্যে পরমসুন্দরী স্ত্রীকে দেখিতে পাইয়া কামাতুর হইয়া তাহার বস্ত্রাঞ্চল গ্রহণোদ্যত হওয়ামাত্রে ঐ যুবতী কাশ্মীররাজকে নিতান্ত কামপীড়ীত জানিয়া ক্ষণমাত্র লুক্কায়িতা ক্ষণমাত্র প্রত্যক্ষ গোচরা কদাচিৎ অতিদূর বিদ্যুতেরন্যায় দৃশ্যমানা কদাচিৎ সন্নিধিবর্ত্তিনী ভূয়ো ভূয়ঃ হওত নানা বাক্যচাতুরী করিতে লাগিল। ইহাতে মহারাজ অতিদীনহীন ন্যায় সানুনয় কাতরোক্তিতে কহিলেন। হে সুন্দরি আমি অদ্যাবধি আমার সর্ব্বস্বসমেত আত্মসমর্পণ তোমাতে করিয়া তোমারি অধীন হইলাম। রাজার এতাদৃশ বচন শ্রবণ করিয়া সেই স্ত্রী হাস্য করিয়া কহিল হে মহারাজ আপনকার তুল্য পুরুষেরা সত্যপ্রতিজ্ঞ হন অতএব আপনি যদি আমার সঙ্গে সত্য করেন তবে আমি যাবৎ পর্য্যন্ত এমনুষ্যলোকে থাকিব তাবৎপর্য্যন্ত আমার এ শরীর আপনকাকে সমর্পণ করিব। রাজা কহিলেন তোমার মনোগত কি তাহা কহ আমি সত্য করিয়া কহিতেছি তাহাই অঙ্গীকার করিব ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এইরূপে রাজাকে প্রতিশ্রুত

করিয়া সে পুনদা কহিল হে মহারাজ আমি স্থিরযৌবনা এবং সর্ব বিদ্যাবতী আমাকে সংপ্রতি এরূপদেখিতেছ এবম্ভূতরূপা সূর্য্যাস্তাবধি সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত থাকি। পরে সূর্য্যোদয় আরম্ভ বেলাঅবধি করিয়া অস্তসময় যাবৎ তাবৎকাল তুরঙ্গমী অর্থাৎ ঘুড়ী হইয়া থাকি। দিবা-ভাগে ঘুড়ীস্বরূপে আমি যখন থাকিব তখন আপনি আমার উচ্ছিষ্ট তৃণবিষ্ঠা পুস্রাবাদি বহিঃ প্রক্ষেপ ও আমার ঘর সম্মার্জন অর্থাৎ ঘোড়শালা ঝাঁটান ও ঝাঁটিয়া যেলান দ্বারা অতিপরিচ্ছন্ন ও অগুরু চন্দন কুঙ্কুম আতর গোলাব প্রভৃতি সুগন্ধিদ্রব্যেতে সুবাসিত পুষ্প মালাশ্রেণীতে ঘর সুগন্ধি করা এবং স্বয়ং আহৃত দানা ঘাস দেওয়া ও চামর ব্যজনেতে দংশমশক মক্ষিকাপ্রভৃতি নিবারণ ও খরণাতে গাত্রঘর্ষণদ্বারা বর্দ্ধিত লোম শাতিনাদিরূপ শরীরের ব্যাপার প্রতিদিন করিবা অন্য যেন কখন না করে এতাদৃশ প্রতিজ্ঞা কর। রাজা কামাতুরতা দোষে তৎক্ষণমাত্রে স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে সত্য করিয়া স্বীকার করিলেন। এতদ্রূপে কাশ্মীর রাজ প্রতিজ্ঞাত হইয়া সে রাত্রি ঐ নিকুঞ্জে নৃত্যগীতবাদ্য হাস্য পরিহাস্য পূর্ব্বক বহুবিধ ক্রীড়া

কৌশলে সেই অঙ্গনা সঙ্গে কাম রঙ্গে কালযাপন করিয়া প্রত্যূষে ঐ তুরঙ্গীপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া স্ব রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। পরে উদ্যানমধ্যে নির্জন স্থানে দিব্য অট্টালিকাতে সুবর্ণ শৃঙ্খলায় সেই তুরগীকে বন্ধন করিয়া অনুদিন বাসরভাগে পূর্ব্বকৃত অশ্বীসেবা কার্য্য স্বয়ং করত নিশাতে সেই সুন্দরী সম্ভোগমাত্র পরায়ণ হওত সকল স্বকীয় লোককে সে স্থানে আসিতে নিষেধ করিতে দ্বারপালদিগকে আজ্ঞা দিয়া সমস্ত রাজব্যাপার হইতে অহোরাত্র বিরত হইয়া কেবল অশ্বপাল অর্থাৎ ঘোড়ার সহিস হইয়া থাকিলেন। ইহাতে ঐ কাশ্মীর-রাজের সর্বত্র বিরাগ ও অখ্যাতি দিনের অধিক হইতে লাগিল তথাপি রাজার তুরঙ্গমীসম্ভোগানুরাগের কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কোচ হইল না প্রত্যুত উত্তরোত্তর অত্যন্ত হইতে লাগিল। এইমতে কিছু দিন গেলে পর একদা বিদুর নামে পরম ধার্ম্মিক কারুণিক সাত্ত্বিক তত্ত্বজ্ঞানী কাশ্মীররাজ মিত্র সৌহার্দ্দরক্ষার্থে রাজসাক্ষাৎকার করিতে কাশ্মীররাজ রাজধানীতে আইলেন। পরে পৌরজনপ্রমুখাৎ স্বসুহৃৎ কাশ্মীররাজের সবিশেষ সমস্ত বিষয় নিঃশেষে অবগত হইয়া বয়স্যের কদাচরণে

যথেষ্ট দুঃখী হইয়া দ্বারিনিবারণ না শুনিয়া অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত রাজপ্রিয় বন্ধু বিদুর উদ্যানমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নিভৃতে গুপ্তরূপে থাকিয়া কাশ্মীররাজের দৈবগত্যা কামুকতাপযুক্ত স্ত্রৈণতা দোষে অশ্বের বিষ্ঠামূত্র পরিষারাদি অতিক্ষুদ্র কর্ম্ম স্বহস্তে করাতে অতিশয় গৌরব লাঘব জানিয়া সাক্ষাৎ হইলে সখা অতিবড় লজ্জা পাইবেন এই বিবেচনায় দেখা না করিয়া উপবনহইতে নির্গত হইলেন। তদনন্তর মিত্রের তাবৎ রাজধর্ম্ম বিনাশক বুদ্ধিদূরকরণ তাৎপর্য্যে শেষে উপকার তাৎকালিকাপকারপ্রায় ব্যাপার করিতে দ্বারকানগরীতে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি নরাবতার স্বয়ং নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইলেন। প্রণাম প্রেমালিঙ্গন শরীরগতিক মঙ্গল প্রশ্নপূর্বক যদুপতিকে বিদুর নিবেদন করিলেন হে যদুনাথ আমার প্রিয়বান্ধব কাশ্মীররাজের তত্ত্ব করিতে আমি কাশ্মীরে গিয়াছিলাম তাঁহাকে দেখিলাম যে তিনি এক তুরঙ্গী সম্ভোগমাত্রে অনুরক্ত হইয়া সমস্ত রাজাচার পরিভ্রষ্ট ও বিনষ্ট ধর্ম্মা ও কামজ দোষে ব্যাসক্ত হইয়াছেন। কশ্মীররাজ নানাগুণোপেত তাঁহার যে শিশোদরপরায়ণতা ইহাতে বুঝি যে সে

ঘোটকীর অসাধারণ গুণ কিছু থাকিবে অতএব লোকে দুর্লভ সেই অশ্বরত্ন গ্রহীতব্য বটে। বিদুর এতদ্রূপে কৃষ্ণের প্ররোচনা জন্মাইয়া বিদায় হইয়া স্বস্থানে গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণ দূতের দ্বারা কাশ্মীররাজের কাছে পত্র পাঠাইলেন সে লিপির পাঠ এই হে কাশ্মীররাজ তুমি তুরঙ্গীসম্ভোগী না হও আমি তোমার যদ্রূপ বিদ্রূপ ও অযশস্কর হাস্যাস্পদ কদর্য্য সচরাচর দুষ্প্রবৃত্তি শুনি ইহাতে বুঝি তোমার প্রাণাধিক প্রেয়সি যে তুরঙ্গী সে তোমার সর্বনাশী কালভুজঙ্গী অতএব তৎপরিত্যাগ তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য আমি তোমাকে অনুপম কোটি ঘোটকী দিব তুমি আমাকে ঐ অশ্বী প্রতিদান কর অন্যথা আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিব। দূত এতাদৃশ কৃষ্ণহস্তাক্ষর লেখন লইয়া কাশ্মীররাজ মন্ত্রিকে দিল অমাত্য উপায় দ্বারা রাজ সন্নিধানে পত্র পেরণ করিলেন রাজা পত্র পাঠ করিয়া মৌনাবলম্বে থাকিলেন উত্তর দেন না। বার্ত্তাবহ বহুত দিবস উত্তর প্রাপ্তি অপেক্ষাতে সেথা থাকিয়া প্রত্যুক্তি না পাইয়া দ্বারাবতীতে আসিয়া কৃষ্ণকে সমাচার নিবেদন করিল।

কৃষ্ণ পত্রে কাশ্মীররাজের তাচ্ছল্য বুঝিয়া তাহার

শিক্ষার্থ সসজ্জ চতুরঙ্গীনী নরায়ণী সেনাসমভিব্যাহারে কাশ্মীররাজ রাজধানীতে গিয়া রণবাদ্য কোলাহলে রাজধানী আচ্ছন্ন করিলেন। কাশ্মীররাজ যুদ্ধার্থি কৃষ্ণের আগমনবার্ত্তা শ্রবণজন্য ভয়েতে পলায়নমাত্র পরিত্রাণ মানিয়া ঐ তুরঙ্গী পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া হাস্তিন নগর গিয়া দুর্যোধন নামে সার্বভৌমকে সাহায্য ও শরণ প্রার্থনা করিয়া কৃষ্ণহইতে অভয় প্রার্থনা করিলেন। দুর্যোধন সম্রাট ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য কর্ণ সঞ্জয়প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন হে কাশ্মীররাধিরাজ কৃষ্ণ আমার রিপুবর্গের মিত্র অতএব মদীয় অমিত্র যদ্যপি হউন তথাপি যৎকুৎসিত তুচ্ছ একটাবোটকীর কারণে তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করাতে আমার অতীব রাগান্ধতা লোকতঃ প্রকাশ হবে তাহাতে বড় লোকেরদের গৌরব গ্লানি মানহানিকর কর্ম্ম করা হয়। আমি কিছু তোমার বিপক্ষ পক্ষপাতী নই এবং কৃষ্ণহইতে ভীত ও নই কিন্তু কেবল উভয়ের অবুদ্ধি পূর্বকারিতা দোষ পরিহারার্থে তোমাকে এক সদুক্তি কহি তুমি তাহাই কর। ভেদ সাম দান উপায়ত্রয়েতে অশক্য এবিষয় তদর্থে যে যুদ্ধবিগ্রহ চেষ্টিত

হয় সেও দুর্জ্জয় বৈরি সঙ্গে ক্ষুদ্র দ্রব্যার্থে কৃত হইলে যদি জয়ওহয় তথাপি তাহাকে পরাজয়ই জানিবা কেন-না নীতিবিরুদ্ধ ও নিষিদ্ধ যুদ্ধজয়েতে না কীর্ত্তি না লাভ কিন্তু তাদৃশ নিষ্প্রয়োজন হয় যদি বা পরাজয় হয় তবে সে মৃণ্ময় কলস ছিদ্র রোধার্থে দুর্ম্মূল্য রত্নচূর্ণন ন্যায় হয়। অতএব হে কাশ্মীররাজ নিস্ফল ও স্বল্পা প্রয়োজন বহ্বারম্ভ বিহিত নয়। অতএব তুমি লালসা ত্যাগ করিয়া ঘোটকী নন্দগোপ বালককে দেও আমি তোমাকে উত্তমং তুরঙ্গমী শত দিব। দুর্যোধনের এ বাক্য শ্রবণ করিয়া কশ্মীররাজ অর্থতঃ ঈপসিত পার্থ না ত্যাগ করিয়া আপনাকেঅপমানিত মানিয়া তথা হইতে লজ্জাতে পরাঙ্মুখ হইয়া উৎকণ্ঠিত হওত অন্য উপায় না পাইয়া প্রাণ প্রয়পেয়সী তুরঙ্গমী সমারূঢ় হই-য়া যুধিষ্ঠির ভীমসেন অর্জ্জুন নকুল সহদেব নামে পঞ্চ-পাণ্ডবসমীপে উপনিত হইলেন। এবং ধর্ম্মপুত্রপ্রভৃতি পঞ্চভ্রাতাকে প্রত্যেক কৃষ্ণচেষ্টিত নিবেদন পূর্ব্বক শরণ প্রার্থনা করিয়া কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধের সাহায্য বাঞ্ছা করিলেন তাহাতে কৃষ্ণসঙ্গে অনুপম প্রেমের ভঙ্গশঙ্কা হে তদ্ভয়ার্থে না বিমুখ যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের

পৌনঃপুন্য নিবারণ না শুনিয়া তাঁহারদের অসম্মতিতে সবীর্য্য বলিষ্ঠশ্রেষ্ঠ গোয়ার মধ্যম পাণ্ডুনন্দন কাশ্মীর-রাজকে মাভৈর্মাভৈ শব্দ করত অভয়প্রদান করিয়া শরণাপন্ন রক্ষার্থে প্রাণান্তপর্য্যন্ত স্বীকার ও সৌভাত্র ও কৃষ্ণসৌহার্দ্দ ত্যাগ করিয়া বাহুপ্রস্ফোট সব্দ করিয়া দক্ষিণ করে মহামুদ্গর উঠাইয়া রণ স্থানে কৃষ্ণসঙ্গে যুদ্ধার্থ নিষ্পন্ন হইলেন। এবং কাশ্মীররাজের ঘোটকী সহিত কুরুক্ষেত্র পলায়ন শ্রবণে কৃষ্ণও সসৈন্যে তথা আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি চারি ভাইও অতিপ্রিয় তম ভ্রাতৃ ভীমের ইচ্ছানুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের আনুগত্য অঙ্গিকার করিলেন।

এইরূপে ভীমসেনের একাকী অন্যহায়ে রণপ্রবৃত্ত হওয়ার বার্ত্তাশ্রবণে ভীমদ্বেষি দুর্য্যোধন এক বিষয়া ভিলাষি জ্ঞাতি বিপক্ষ পাণ্ডুপুত্রেরদের আত্মকলহ গৃহবিচ্ছেদ পরস্পর বৈরূপ্য দর্শনজনিত নিজহর্ষের সহস্র গুণ অধিক আহলাদে আনন্দিতা ন্তঃকরণ হইয়া ষাঁড়ের রিপু বাগে খাইল ইহা মনে করিয়া ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কৃপপ্রভৃতিসমভিব্যাহারে অমিত্র স্বজন

কুলনন্দনের কৌতুক দর্শনার্থ পূর্ব্ব প্রাতিকূল্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণের অনুকূল্য স্বীকার করিয়া তৎসহকারি হইলেন। কণ্ঠের হার ঘোটকী ক্ষণমাত্র তাহার বিরহে অসহিষ্ণু কাশ্মীররাজ ঘোটকীকে ছাড়িয়া এবং কৃষ্ণ বলাৎকারে তুরঙ্গমীকে ছাড়াইয়া অবশ্য লইবে এবম্প্রকার উৎকট সম্ভাবনাতে ঘোটকীর উপরে চড়িয়া স্বয়ং যুদ্ধস্থান প্রস্থানে অশক্ত হইয়া অন্তঃপুরের অন্তরালে অর্থাৎ ভিতরে একান্তে তুরগী গললগ্ন স্বর্ণ শৃঙ্খলা দক্ষিণ হস্তেতে ধরিয়া বামহস্ততলে গণ্ডস্থলার্পণ করিয়া একদৃষ্টিতে অনুক্ষণ তুরঙ্গীমুখ নিরীক্ষণ করত লুক্কায়িত হইয়া থাকিলেন। যুদ্ধভূমিতে মহাযুদ্ধসমারোহবার্ত্তা শ্রবন করিয়া কুন্তী দ্রৌপদীপ্রভৃতি মহারাজ্ঞীরা এ আপদ কোথাহইতে উপস্থিত হইল এ কি দুর্ঘট প্রমাদ ঘটিল স্বপ্নের অগোচর এ মহোপদ্রব কেন হইল অস্মাৎ ইত্থম্ভূত দুর্ঘটঘটনা কাহাহইতে হইল হায়ং তাদৃশ নিরুপম অন্তরঙ্গতাতে এত দৃশ অসম্ভাবিত বহিরঙ্গভাব হইল অমৃতে বিষ উপজিল। হে ঈশ্বর তোমার মনে কি এইছিল ধন্য তোমার ইচ্ছাতে কি হইতে না পারে এইরূপে পরিতাপ করিতে লা

গিলেন। পুত্রস্নেহে ব্যস্তব্যস্ত হইয়া মহারাজ মাতা কুন্তি মুহুর্মুহু বিলাপ করিতেং অন্তঃকুপিতা হইয়া দাসিবর্গকে আজ্ঞা দিলেন ওলো দাসিরা দেখতো সে সর্ব্বনাশে অপ্পা য়ে পোড়াকপালে হাবাতে কোথা আছে। চাকরানিরা মহারাণির আজ্ঞাপাইয়া কেহ বেত্র কেহ সম্মর্জ্জনী অর্থাৎ খেঁড়া কেহ চর্ম্মপাদুকা হস্তে করিয়া ইতস্ততো অন্বেষণ করত তথাবিধ কাশ্মীররাজকে দেখিতে পাইয়া গর্জ্জনতর্জ্জন ভৎর্সন করত রেরে মাত্রিয় কুলাঙ্গার স্ববংশ পাংশুল রণকাতর যুদ্ধ পরাঙ্মুখ নির্লজ্জ খটাশবৎ ব্যলিক নিঃস্নেহস সহিস কুত্তিয়া বেটা তোর নিমিত্তে আমারদের ভীম মা ভাই স্ত্রী পুত্র খুড়া খুড়ী জ্যেঠ জ্যেঠী ঝি জামাই নানা মামী পিসা পিসী মাসুয়া মাসী শ্বশুর শ্বাশুড়ী বেহায়ী বেহানী শ্যালা শ্যালি ভাইজ ভাইবহু ভাএড়াভাই তাউইপ্রভৃতি স্বজনেতে নির্ম্মম নিঃস্নেহ হইয়া প্রাণপণে শরনাপন্ন প্রতিপালন ধর্ম্ম প্রতিপালনার্থে নিঃসহায় একক তুমুল যুদ্ধে সমুদ্যত হইয়াছেন। তুই তুচ্ছ একটা ঘড়ীর মমতা ত্যাগে অপারক হইয়া তার মুখপানে চাহিয়া কোণের মাঝে চুপকরিয়া বসিয়া আছিস ছি

ছি ধিক্ তোকে জন্মিয়া না মরিলিকেন ওরে পোড়া মুখ পোড়া কপালে কুক্ষণজন্মা তোরমুখেছাই পড়ুক ও অধঃপাতে যা গোল্লায় যা চুলায় যা মরতে বাঁ পাতে নাতি মার ঝাঁটা মার জুতা মার বেত তোর জন্যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল দূর হ দূর হ এবম্বিধ বহুবিধ কটুকষায় নিষ্ঠুর মর্ম্মান্তিক বাক্যে অনেক গালাগালি দিল।

কাশ্মীররাজ হা ও ভেলং করিয়া দাসিরদের মুখপানে চাহিয়া থাকিলেন পরে দাসিবর্গের কঠোর কুবাক্যে মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইয়া ও ম্রিয়মাণ হইয়াও বোটকী ত্যাগে সর্ব্বথা অসামর্থ্য মনিয়া তাহার উপরে আরহোণ করিয়া অগত্যা ভীমসমিপে আগত হইলেন। এইরূপে কাশ্মীররাজের রণস্থলে উপনিত হওয়মাত্রে কাশ্মীরতুরঙ্গমী অসাধ্যাত ধনুর্দ্ধরের সঙ্গে একাকী যুদ্ধ যে করে অথচ অস্ত্রশস্ত্র শাস্ত্রে অতিপ্রবীণ সে অতিরথী হয় ও দশসহস্র ধনুর্দ্ধরের সঙ্গে যে একক বিগ্রহ করে ধনুর্বিদ্যাতে ও নিপুণ তাহকে মহারথী কহি আর যে এক ধানুস্কের সমভিব্যাহারে রণ করে সে ওক রথী হয় তন্নূন্য যে সে অর্দ্ধরথী এতাদৃশ

পঞ্চরথী সমবায়ে কৃষ্ণ দর্শন করিয়া ইন্দ্রদত্ত শাপান্ত কাল প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রদত্ত অভিশাপেতে প্রাপ্তাশ্বদেহ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববৎ উর্ব্বশীনাম্নী স্বর্ব্বেশ্যা স্বরূপ ধারণ করিয়া কাশ্মীররাজের প্রতি কটাক্ষপাতমাত্রও না করিয়া আকাশপথে বিদ্যুল্লতা তুল্য চকিতমত্রে স্বর্গ গমন করিল।

কাশ্মীররাজ ভেকুয়া হইয়া নেত্রগোচর পর্য্যন্ত আকাশপথনিরীক্ষণ করিয়া নেত্রপথাতীত হইলে পর হা হায় হতোঽশ্মি হতোঽস্মি এইমাত্র শব্দ উচ্চৈঃস্বরে ধারাবাহিক ও কপালে করাঘাত করিয়া অশ্রুজলে স্নান ও কর্দ্দমী কৃত ভূমিতলে বাতাহত কদলিবৃক্ষের ন্যায় পড়িয়া কর্দ্দমাক্ত শরীরে লুঠিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ যধিষ্ঠির দুর্য্যোধন প্রভৃতিরা কাশ্মীররাজকে অতিবড় স্ত্রৈণ জানিয়া কটাক্ষ দৃষ্টিপূর্ব্বক ঈষদ্ধাস্য করিয়া স্বস্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। দুর্য্যোধন বিষণ্ণ হইয়া অন্য সকলে সন্তুষ্ট হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। রণদিদৃক্ষু নগরিয় পুজালেকেরা ব্যঙ্গবটুকেরা করতাল দিতে লাগিল। কালিদাস কহিলেন হে মহারাজ অবধান করুন স্ত্রৈণ্য দোষবিশিষ্ট ব্যক্তি স্বয়ং সর্ব্বথা

বিনষ্ট হইয়া অন্যেরও সর্ব্বনাশ উপস্থিত করে অতএব স্ত্রৈণতাদোষ যদ্যপি সমস্ত মনুষ্যের বর্জনিয় হয় তথাপি রাজা ও রাজপুরুষেরদের বিশেষতঃ সর্ব্বতোভাবে পরিহর্ত্তব্য।"

অতএব রাজা ইন্দ্রিয় জয়করণক বিনিত অবশ্য হইবেন তবেই নীতিজ্ঞ হইতে পারেন। অন্যথা মর্কটস্য সুরাপানং পশ্চাৎ বৃশ্চিক দংশনং। তন্মধ্যে ভুতসঞ্চারঃ পরন্তু কিন্তুবিষ্যতি। এতন্ন্যায়ে অস্থির চিত্ত নানা জাতিয় জঞ্জাল জ্বালতে নষ্টহয়। হে রাজকুমারেরা নীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরদেরকর্ত্তৃক বিবিধ নীতিশাস্ত্রসমুদ্র মথনেতে উত্থিত উনবিংশতি সংখ্যক রাজগুণ রূপ অমৃত সেবা করিয়া স্থিরতর যশস্বী হইয়া সমুদ্রপর্য্যন্ত পৃথিবীপতি হওত আনন্দসমূহের আধার হও।

সে উনবিংশতি সংখ্যা গুণ এই নীতিবিদ্যা ও নীতিজ্ঞান নৈপুণ্য ও নির্ভয়ত্ব ও পটুতা ও মদাসন্তাষ ও ধৈর্য্যশীলতা ও শীঘ্রকারিতা ও বিচারিত পরিগৃহীতর্থের অপরিত্যাগ ও প্রশস্ত বাক্কৌশল ও দৈবাৎ উপস্থিত বিপদ ক্লেশসহিষ্ণুতা ও পরনারী পরদ্রব্যপরহিংসা পরিবর্জণ ও প্রভাব ও সৎপাত্রে অর্থ

প্রদান ও সকল লোকেমৈত্রী ভাবনা ও সত্যসন্ধতা ও কৃতজ্ঞতা ও বিশুদ্ধ পিতৃমাতামহোভয় বংশতা ও শুদ্ধস্বভাবতা ও ইন্দ্রিয় জয় এই উনবিংশতি গুণ রাজারসম্পত্তি সমৃদ্ধির হেতুহয়। রাজা প্রথমতঃ স্বয়ং ইন্দ্রিয়দমনে সমর্থ হইয়া ইন্দ্রিয় জয় যুক্ত ও নীতিজ্ঞানসম্পন্ন বিশিষ্ট সন্তান অমাত্যবর্গকে দানমানেতে সম্মানিত করিয়া নিকটে সতত রাখিবে। এবং পুত্র ও ভৃত্য ও প্রজারদিগকে সুশিক্ষাতে বিনীত করিবেন। ভক্ত অনুগত ইন্দ্রিয় জয়যুক্ত অমাত্য সন্তান ভৃত্যবর্গেতে সেবিত নীতি অনীতিবিষয়ক জ্ঞানবান রাজা যদি মণ্ডলেশ্বর ও থাকেন তথা পি অবিলম্বেই সার্ব্বভৌম পদাভিষিক্ত হন ইহা নীতিজ্ঞেরদের সম্মত। প্রত্যেকে অনেকপ্রকার শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ স্বরূপ পঞ্চবিষয় মহারণ্যেতে প্রতিক্ষণ ধাবমান মদমত্ত মহাবল হস্তি তুল্য ইন্দ্রিয়সমূহকে নীতিজ্ঞানরূপ অঙ্কুশেতে পণ্ডিতের বচন রূপ আসনে সুদৃঢ়রূপে বসিয়া রাজাদিগকে অবশ্য তায়ত্ত করিবেন। অতুগুণের প্রযত্নদ্বারা আত্মা মনের সহিত সংযুক্ত হইয়া রূপাদি বিষয় ভোগার্থে পঞ্চবিষয়েতে আরহন করেন তাহাতেই আত্মার

বিষয়সকলে প্রবৃত্তি হয়। বিষয়রূপ লোভনীয় বস্তুর বাসনাতে মন ইন্দ্রিয়দিগকে স্বস্ববিষয়ে প্রেরণ যখন করেন তৎক্ষণেই পুরুষ মনকে নিরোধ করিবেন। এইরূপে মনের নিরোধ করিতে২ অভ্যাস নৈপুণ্য-ক্রমে মন পরাজিত হইয়া বশীভূত হইলেই পুরুষ জিতেন্দ্রিয় হন। যে রাজা অসহায় অতি ক্ষুদ্র মনের জয় করিতে না পারে সে অনেক যোদ্ধাতে সুরক্ষিতা সাগর পর্য্যন্ত পৃথিবীকে স্ববশে কিরূপে রাখিতে পা-রিবে। অবশীকৃতমানস রাজা ভোগের পর বিরস আপাত মধুর ঈদৃশ শব্দাদিপঞ্চ বিষয়েতে বদ্ধচিত্ত হওত শৃঙ্খলাতে বদ্ধ প্রায় হইয়া পরদত্ত ধনের প্রত্যা শাতে নিরর্থক আয়ুঃক্ষেপণ করে। অতএব বিষয়রূপ অত্যন্ত মদ্যপানেতে মত্ত হইয়া যদি পরস্ত্রী পরধন পরহিংসাতে মনোযোগ করে তবে আপনিই অন্ত্যাল্প-কালে আপনার মহাভয়জনক বিপত্তির কারণ হয়।

শব্দ স্পর্শরূপ রস গন্ধ এই পঞ্চবিষয় একৈকে পুরুষ বিনাশের নিমিত্ত হয়। দেখ কোকিলের মধুর শব্দ শ্রবণে মনোনিবিষ্ট করাতে অতিদূরে লাফ দিতে পারে এমত হরিণ মৃগযুহইতে মরণভাগী হয়। অনায়াসে

মহাবৃক্ষ উৎপাটনেতে পটু পর্বতাকার হস্তী হস্তিনীর শরীর স্পর্শে শৃঙ্খলাতে বদ্ধ হয়। দীপ শিখার রূপ দর্শনেতে লোভিত চক্ষু পতঙ্গ ঐ দীপের অগ্নিতে পড়িয়া দগ্ধ হয়। অগাধ জলে গমনকারী মৎস্য বড়িশে লগ্ন যৎকিঞ্চিদ্ভোজ্যের রসলোভে মৃত্যু অঙ্গিকার করে। হস্তির গণ্ডস্থলেতে গলিত মদের গন্ধ লুব্ধভ্রমর হস্তির কর্ণাঘাতে প্রাণ ত্যাগ করে। অতএব বিষতুল্য পঞ্চবিষয়ের প্রত্যেকে কেবারে নষ্ট না করে। তাহাতে যে রাজা এককালে সমানরূপে পঞ্চবিষয়কে সেবা করে তবে সে রাজা কোনমতে কুশলী হইতে পারে না। কিন্তু কোন বিষয়ের বশীভূত না হইয়া রাজ কার্য্যের অবিরোধে যথাযোগ্য সময়ে যথাসম্ভব সকল বিষয়ের উপভোগ রাজা করিবেন সুখত্যাগী হইবেন না। যেহেতুক অর্থের ফল সুখ তাহা সর্ব্বথা অকরণে অর্থ নিরর্থক হয়।

নীতিবিদ্যার আচার্য্যেরা ইহা কহিয়াছেন স্ত্রীর অতিমনোহর মুখের দর্শন আহ্লাদেতে রাজার যাবৎ কাল যায় তাবৎ কালেতেই রাজ্য চিন্তা না হওন দোষে শত্রুকর্তৃক যদি রাজ্য অপহৃত হয় তবে স্ত্রীর

সহিত একান্ত সহবাস সেই রাজার চক্ষুজলধারার সঙ্গে রাজ্যলক্ষ্মী ও যৌবন গলিয়া পড়ে। নীতিজ্ঞ-দের এই একমত। আর ধর্ম্মহইতে অর্থসিদ্ধি অর্থেতে কামসিদ্ধি তাহা হইতে সুখফলোদয় ইহাও নীতিজ্ঞে-রদের নিশ্চিত মত। এই দুইমতের তাৎপর্য্য। এই ধর্ম অর্থ কাম এই তিনের সেবা যুক্তি যোগেতে না করে যে রাজা সেরাজা এই তিনের মধ্যে অন্যতম একমাত্রের সেবাতে অন্য দুইকে নষ্ট করিয়া আপনিও নষ্ট হয়। যেহেতুক ধর্মমাত্রের অত্যন্ত সেবাতে অর্থ ক্ষয় হয় অ-র্থের অভাবে কাম সিদ্ধি হয় না কেননা কাম অর্থমূ-লক হয় দরিদ্রের অর্থ না থাকাতে কাম সিদ্ধিহইতে পারে না। দারিদ্রেরদের বাসনা যেমন উৎপন্ন হয় তেমনিই নষ্ট হয় কিছু ফলোদয় হয় না তেমনি ধন না থাকিলে স্নান উপবাসাদিরূপ ধনব্যয় শূন্য ধর্মো-পাসনাতে শরীরকে দণ্ড দেওয়াতে শরীর ক্ষীণ হই-য়া জ্বরসন্নিপাতাদি রোগে ধর্ম মূলদেহ বিনাশে ধর্ম বৃদ্ধি হইতে পারে না। এবং অর্থও অতিসেবিত হই-লে অর্থের মূলকারণ ধর্ম ও ফল কাম এই দুই হয় না কিন্তু কেবল এই হয় যে ধর্মের অভাবে অগ্নি চোর দস্যু

রাজ্যদণ্ডাদিতে বহু কষ্টে বর্দ্ধিত ও দান ভোগব্যতিরেকে সঞ্চিত যে ধন তাহার অপচয়। এবং কামও অতিশয় সেবা করিলে ধর্ম ও অর্থকে বিনষ্ট করিয়া তেজঃক্ষয়ে ক্ষয়রোগাদি অন্যাইয়া শরীরকে নষ্ট করে। কাম শব্দেতে আত্মাসংযুক্ত মনেতে কর্ণ চর্ম চক্ষু জিহ্বা নাসিকাখ্য পঞ্চজ্ঞানইন্দ্রিয়ের স্বস্বগ্রাহ্যশব্দাদি-বিষয়ক যে সুখ তাহাকে কহে। শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বেণু-বীণাদির যে ধ্বনি সে শব্দ। ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে পুরুষ শরীরাদির স্ত্রী শরীরাদিতে সংযোগ সেই স্পর্শ। চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্ত্রীর রমণীয় অবয়বাদির যে সৌন্দর্য্য সেই রূপ। রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্বাদুদ্রব্যের যে স্বাদু তাহাকে রস শব্দেকহে। ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য পুষ্পচন্দনাদির গন্ধ। এই পঞ্চ বিষয়ের স্বরূপ। যেসুন্দরী যুবতি স্ত্রীর নামশ্রবণমাত্রেঅগ্নিসম্পার্কেজতুকের অর্থাৎ জৌর ন্যায় অভিনব যুবজনেরদের যে মন পূর্ব্বভাব হইতে স্খলিত হয় তাদৃশ পরমসুন্দরী স্ত্রীদর্শণেতে ও আলাপেতে না জানি সে মন কেমন হয়। অতএব স্ত্রী কার মন বিকৃত না করে। তপস্বিরদেরও সুপ্রসন্ন সুপ্রকাশ নির্মল মানসকেও বিকৃত করে। স্ত্রীরা যদ্যপি অবলাও হয়

তথাপি অতিপ্রবলা যেহেতুক অটল অতিবড় মহান্ ভবদিগকেও টলিত করে। যেমন অতিবেগবিশিষ্টা নদী পর্ব্বতকেও লড়ায়। অতএব নীতিশাস্ত্রমাত্রে স্ত্রীতে অত্যন্ত অনুরাগ ত্যাগের নিমিত্ত স্ত্রীর প্রতি নিন্দা অনেক প্রকার আছে। স্ত্রীলম্পটতা দোষে ব্রহ্মার সন্তান বেদের ভাষ্যকর্ত্তা পণ্ডিত ভৃত্যবৎ ইন্দ্রাদি দেবগণেতে সেবিত। স্ববাহুবলেতে চালিত কৈলাশ পর্ব্বত সাগরাভ্যন্তরবর্ত্তি লঙ্কানগরির অধিপতি রাবণ বানরের পদাঘাতে অপমানিত হইয়া সবংশ বিনাশ হইয়াছেন। এবং দশরথ নামে রাজা স্ত্রীতে বিশ্বাস করিয়া পতিশ্রুত হইয়া ক্ষুরের ধারের ন্যায় অন্তঃকরণ কঠোর নির্দ্দয় হৃদয় কেকয়ী স্ত্রীর যাচ্ঞাতে বিড়ম্বিত হইয়া সর্ব্বজন মনোরঞ্জন নানাগুণধাম লোকাভিরাম মহামহিম শ্রীরামনামা জ্যেষ্ঠপুত্রকে বনপ্রস্থাপন করিয়া পুত্রশোকে প্রাণ হারাইয়াছেন।

চাণক্য কহিলেন হে রাজকুমার শুন স্ত্রীয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্যভাগ্যং দেবোন জানাতি কুতো মনুষ্যঃ। অতএব স্ত্রীলোকেরদের চরিত্র জানা বড় ভার। এই প্রযুক্ত নীতি শাস্ত্রেতে বর্ণিত স্ত্রী লোকের-

দের দুরাচরণ অনেক প্রকার আছে তাহার কিছু শ্রবণ কর।

শিখর ভূমিতেবীরশেখর নামে এক রাজা অত্যন্ত কামুক ছিলেন। তিনি এক দিবস বনমধ্যে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন দৈবাৎ সেই বনে পরমসুন্দরি নবযৌবনা এক বেণুজীবি জাতীয় কন্যা পুষ্করিণীতে স্নান করিতেছিলেন। তাহাকে ঐ রাজা অস্তব্যস্ত হইয়া জলহইতে উঠিয়া তাঁহার ভয়ে পলায়মানা দেখিতে পাইয়া বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত সিথিলেন্দ্রিয় হইয়াও কেবল মনের ঔৎসুক্যমাত্রেতে সেই ডোমের মাইয়াকে বলাৎকার করিতে উদ্যত হবামাত্রে সেই স্ত্রী লজ্জা ত্যাগ করিয়া রাজাকে কহিল হে মহারাজ স্থির হও ব্যগ্র হইও না আমার নিবেদনে অবধান কর। আপনি বৃদ্ধ ও বহুদর্শী আপনকার ভোগ্যা সুন্দরী নারী অনেক আছে আমি স্ত্রী বয়স্থা। আহারো দ্বিগুণঃ স্ত্রীণাং বুদ্ধিস্তাসং চতুর্গুণা। ষড়গুণাঃব্যবসায়শ্চ কামশ্চাষ্টগুণঃ স্মৃতঃ। আপনি রাজা আপনকার যে ভোগিনী স্ত্রী আমি হই সে আমার বহুভাগ্য কিন্তু তবেই আমি আপনকার ইচ্ছানুসারিণী হই যদি আপনি অন্য২

স্ত্রীতে আশক্তি ত্যাগ করিয়া কেবল আমাতেই আসক্ত হন। রাজা ঐ স্ত্রীবাক্যেতে অঙ্গীকৃত হইয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া স্বরাজধানীতে আসিয়া ভক্ত পূর্ব্বভগিনী স্ত্রীগণেতে বিরক্ত হইয়া কেবল তাহাতে অনুরক্ত তদজ্ঞাবর্ত্তী হইয়া থাকিলেন। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা প্রাণেভ্যোপি গরীয়সী ॥ ন দদাতি নবাভুক্তে কৃপণোহি ধনং সদা। কিন্তু স্পৃশতি হস্তাভ্যাং দিব্য স্ত্রী মান্ হথা জব্রন্ ॥

এইরূপে কিছু দিন গেল কিন্তু ঐ স্ত্রী উত্তমান্নভোজন ও দিব্য অট্টালিকানিবাস ও নানাবিধ বহুমূল্য বসণ ভূষণ পরিধান ও দিব্য গন্ধমাল্যানুলেপনেতেও পতির বার্দ্ধক্যমাত্রেতে যথেষ্ট অত্যুত্তম সুখভোগ কেও দুখঃপ্রায় জানিয়া পর যুবজনের সঙ্গবাসনাতেই অহোরাত্রি যাপন করে। দৈবাৎ একদিবস ঐ রাজার অতিবিশ্বস্ত অস্ত্রজীবি যৌবনস্থ এক বীর পুরুষকে দেখিতে পাইয়া তাহাতে অত্যন্ত আসক্তচিত্তা হইয়া দূতীর দ্বারা ঐ শস্ত্র জীবির সঙ্গে অভিলাষ সিদ্ধির কথা ধার্য্য করিয়া স্থান ও সময় নাধাকাপযুক্ত স্বয়ম নস্থ সিদ্ধি করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলা

হইয়া থাকে। এক দিবস নিশীথ সময়ে কোন মতে ঐ বীর পুরুষ সঙ্গে সম্ভোগ হওয়াতে নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া ঐ স্ত্রী তাহাকে কহিল তুমি কোন প্রকারে এ স্থান ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে আমাকে লইয়া চল তবে তোমার সঙ্গে সুখসম্ভোগ নির্ভয়রূপে হবে ভয়ে তে যথেষ্ট চরণ হইতে পারে না। শস্ত্রজীবী কহিল এবড় ভাল কথা তুমি এক কর্ম কর রাজাকে কোন প্রকারে বধ করিয়া বহু মূল্য অথচ অল্প ভার রত্ন সমূহ এক পেটিকা সম্পূর্ণ করিয়া সঙ্গে লইয়া এই স্থানে আসিয়া কল্যরাত্রে থাকিবা আমি তোমাকে স্কন্ধে লইয়া রাতারাতি এদেশ ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে যাইতে পারিব কিন্তু অত্যন্ত সাবধান তুমি কল্য এ কর্ম্ম করিও। পরে ঐ স্ত্রী উপপতির সঙ্গে এই সকল পরামর্শ স্থির করিয়া পর দিবস নিশাযোগে তীক্ষ্ণ খড়গধারে নিদ্রিত রাজার শিরচ্ছেদন করিয়া বহুমূল্য মণিপুরিত পেটিকা সঙ্গে লইয়া সঙ্কেত স্থানে গিয়া উপপতির স্কন্ধে আরোহণ পূর্বক নগর-হইতে বাহির হইয়া নদীতীরে উপস্থিতা হইলা।

চাণক্য কহিলেন হে রাজকুমার অতএব নীতি

শাস্ত্রে কহিয়াছেন। বৃদ্ধোযূনাসহ পরিচয়াৎ ত্যজ্যতে কামিনীভিঃ। পরে ঐ শস্ত্রধারি ব্যক্তি নদীতীরে গিয়া ঐ স্ত্রীকে স্কন্ধহইতে নামাইয়া কহিল নদীতে বিশ্বাস করা উপযুক্ত নয় এ নদীতে কোথায় কতো জল তাহা ভালমতে জানি না। এবং জলেতে হিংস জলজন্তুর শঙ্কা সম্ভাবনিয় বটে পাণসংশয় স্থানে একদা সকলের যাওয়া বিহিত নয় যদি বিপদ হয় তবে সকলকেই এক কালে নষ্ট হইতে হয়। অতএব আমি পুরুষ অগ্রে যাই ভদ্র ভদ্র বুঝিয়া আসি পশ্চাৎ তোমাকে লইয়া যাইবো কিন্তু তুমি স্ত্রী একাকিনী এ অন্ধকার রাত্রিতে এ পারে থাকিবে অর্থেতেই অনর্থ ঘটে অর্থ না থাকিলে কোন ভয় থাকেনা লেঙটার নাই বাটপাড়ের ভয়। ঐ স্ত্রী উপপতির এই বাক্য শুনা মাত্রে তৎক্ষণে আপন অঙ্গের অলঙ্কার সকল খুলিয়া পরিহিত বস্ত্রে বন্ধন করিয়া পেটিকাসমেত তাহার হস্তে দিয়া আপনি উলঙ্গ হইয়া জলমধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিল। উপপতির সমস্ত সামগ্রীসমেত পর পারে গিয়া ঐ স্ত্রীকে কহিল ওরে রাজপতিঘাতিনী তুই ডোমের মাইয়া ছিলি বনজশাক আহারে ছিন্নজীর্ণ

বস্ত্ররূপিধানে কালক্ষেপণ করিতেছিলি যাহার প্রসাদে এ সুখ বিভোগ পাইয়াছিলি তাহাকে স্বহস্তে নষ্ট করিলি তোকে বিশ্বাস কি। এই কহিয়া যাইতে উদ্যত হওয়ামাত্রে ঐ স্ত্রীর মস্তকে যেমন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল ও ঐ পুরুষকে কহিল ওরে শস্ত্র হস্ত বিশ্বাস ঘাতক তোর মনে কি এইছিল ইহা কহিয়া। ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্টো নচ পুর্ব্বং নচাপরং। এতন্ন্যায় নযথৌ নতস্থৌ প্রায় হইয়া জলমধ্যে নগ্না মুক্তকেশী শোক ভয় ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিল।

ইতোমধ্যে এক শৃগালী এক খণ্ড মাংস মুখে করিয়া ঐ নদি তটে আসিয়া এক বৃহৎ মৎস্যকে জলহইতে উঠিয়া স্থলে পড়িতে দেখিতে পাইয়া মুখের মাংসখণ্ড ত্যাগ করিয়া ঐ মৎস্য ধরিতে যাইবামাত্রেই মাংস খণ্ড নকুলে লইয়া গেল। মৎস্য ঝটিতিজলে প্রবিষ্ট হইল শৃগালী অভব্য হইয়া ভেকুয়া হইয়া থাকিল। এতদবস্থাপন্ন স্থলস্থ শৃগালীকে ঐ জলস্থ স্ত্রী দেখিয়া কহিল। নকুলে নীয়তে মাংসং মৎস্যাপি সলিলং গতঃ। মৎস্যমাংসপরিভ্রষ্টা কিং নিরীক্ষসি জম্বুকি। ইহার অর্থ হে শৃগালী নকুলেতে মাংসনীত হইল মৎস্যও

মাংস এই উভয় পরিভ্রষ্ট অর্থাৎ দুই ছাড়া হইয়া কি দেখিতেছ। শৃগালী কহিল আত্মছিদ্রং নজানাসি পর চিদ্রানুসারিণী ত্ব হস্তেন পতিং হত্বা জলে তিষ্ঠসি নগ্নিকা। ইহার অর্থ তুমি আপনার ছিদ্র অর্থাৎ দুশ্চরিত্র জান না অর্থাৎ মনে স্মরণ কর না অথচ পরের ক্ষুদ্র ছিদ্র অনুধাবন কর আপনি হাতে পতিকে নষ্ট করিয়া লেঙটা হইয়া জলে দাঁড়াইয়া আছ। ঐ স্ত্রী শৃগালের এই কথা শুনিবামাত্রে অত্যাশ্চর্য্য মানিয়া চমৎকারে ক্ষণমাত্র স্তব্ধ হইয়া থাকিল।

চাণক্য কহিলেন হে রাজপুত্র অতএব নীতিজ্ঞেরা কহিয়াছেন পরস্ত্রী পরপুরুষের পরস্পর অনুরাগ ও হত্যা ও মদ্যপান এই সকল দুষ্কর্ম্ম লোকে অতি গোপনেই করে কিন্তু প্রায়ঃ পরঘট অর্থাৎ অন্যে অবশ্যই জানিতে পারে। অনন্তর ঐ স্ত্রী কৃতাঞ্জলি হইয়া এ শৃগালী অবশ্য কোন দেবরূপিণী হইবেন ইহা মনে নিশ্চয় করিয়া সবিনয় বাক্যে ঐ শৃগালীকে প্রার্থনা করিল হে শিবে মাতঃ এখন আমি কি করিব আমাকে বুদ্ধি দেও। শিবা কহিল যাও যাও গৃহে যাও যাবৎ রাত্রি আছে ঘরে গিয়া এই কর্ম্ম ডাকাৎ পড়িল রে

আমার স্বামিকে মারিল রে। শৃগালী ঐ স্ত্রীকে এই রূপ ভাষায় প্রদর্শন করিয়া গেল। সে স্ত্রী পুনর্ব্বার স্বালয়ে গিয়া তদনুরূপ করিল।

এক রাজকীয় লোক থাকে তাহার জারাসক্তচিত্তা এক ভার্য্যা থাকে ঐ রাজপুরুষ প্রত্যহ সন্ধ্যাকালাবধি দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত রাজসেবা করিতে যায়। ইত্যবসারে তাহার ভার্য্যা একাকিনী গাত্রে প্রচুর হরিদ্রা লেপন করিয়া বাটি নিকটস্থ নদী সন্তরণ করিয়া পরপারবাসি অতিবলবান এক কোটালের সঙ্গে লীলা রঙ্গ হাস্যপরিহাসাদি পূর্ব্বক অত্যুৎকট স্বাভিলাষ সম্পূর্ণ করিয়া পুনর্ব্বার শরীরে বরবর্ণিনী বিলেপন করিয়া সোতঃস্বতি বাহুতরণ করিয়া শমপযুক্ত অকাতরে পর্য্যঙ্কোপরি নিদ্রাযায়। তাহার ভর্ত্তা প্রহরদ্বয়োত্তর স্বনিবাসে আসিয়া স্বপ্রেয়সীসমভিব্যাহারে শয়ন করে। তাহার ঐ ভার্য্যা প্রাতঃকালে বায়সসমূহের শব্দ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া ও মা এ কি এতাদৃশ কাতরোক্তি করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে নিজবাহুদ্বয় লতা পাশেতে স্বামিকণ্ঠ গ্রহণ করত মিথ্যাচারে অত্যন্ত ভীরতে মূর্চ্ছিতা প্রায় হয়। তদনন্তর

তৎপতি অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া অস্ত ব্যস্ত স্বপ্রিয়ানবে জল পক্ষেপ করিয়া আহা আমার পেয়সী অতি সুকুমারী অন্তঃপুরের বাহির কখনো হন নাই কিছুই দেখেন নাই এবং কিছুই শুনেন নাই কেবল গৃহপিঞ্জরকোকিলা ইত্যাকার করুণোক্তিকরত স্বপ্রিয়ার শরীরে হাত বুলাইয়া মায়ামুর্চ্ছা মোচন করিত। অনন্তর ঐ স্ত্রী পতিকে কহিত হে প্রাণনাথ প্রতিদিবস প্রত্যূষ সময়ে এ গুলা কি ডাকে শুনিবামাত্র আমার হৃৎকম্প হয় ও মা এ বালাই গুলার ডাক এমন কেন আজিহইতে এ পাপ গুলার ডাক এমন যেন না হয় তাহা তুমি কর তোমার পায়ে পড়ি আমার মাথা খাও ভাগ্যেং আজি বাঁচিলাম এমনি হইতেং না জানি কোন দিন মরিয়া যাইব।

স্ত্রীর এই বাক্য শ্রবণমাত্র অনারী কপটচারে বঞ্চিত তৎপতি সুপ্রভাতং হাহতোস্মি একি অমঙ্গল বাক্য তোমার বালাই লইয়া তোমার সৌন্দর্য্যেতে ও সুখী লতাতে অসহমানা পাপীয়সীরা মরুক এমন কথা আর কখনো মুখে আনিও না এইরূপ প্রিয়বাদ করিয়া কান্তামুখচুম্বনপূর্ব্বক কৈতব ভয়াপনোদন করিয়া নৈ

তিথিক কর্ম্মেতে প্রবর্ত্তমান হইত। পরে ঐ অতিথেয় গৃহস্থের গৃহে কমণ্ডলাচারি সন্ন্যাসির প্রায় এক ব্রহ্মচারী আসিয়া বেলাবসানে উপস্থিত হইল। ইহা শুনিয়া পক্ষিরা কহিল কমণ্ডলাচারি সন্ন্যাসি কেমন অন্যপক্ষি উত্তর করিল এক ব্রাহ্মণ ছিলেন তিনি সদ্বংশজাত হইয়াও জন্মক্ষণদোষেতে বড় চোর হইলেন দৈবাৎ এক দিবস কোন স্থানে স্বলোপ্ত অর্থাৎ বমাল চৌর্য্যেতে ধরা পড়াতে অপমান পাইয়া স্বদেশহইতে দূর দেশ গমন করিলেন। তাহা উচিত কেননা। "সতাং মানে মলানে মরণ মথবা দূরগমনং" ইতি। অনন্তর সন্ন্যাস করিলেন এইরূপে সন্ন্যাসী হইয়াও স্বভাব দোষেতে যন্ত্রিত হইয়া অন্যান্য সন্ন্যাসিরদের নিদ্রা কালে একের কমণ্ডলু অন্যের কাছে রাখেন অন্যের কমণ্ডলু আর এক জনের কাছে রাখেন এইমতে কমণ্ডলু বিনিময়রূপ কমণ্ডলাচার করেন। প্রাতঃকালে সেই সন্ন্যাসিরা স্বস্বকমণ্ডলুর ব্যত্যাস দেখিয়া স্ববিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ব্যত্যাসকারি ঐ সন্ন্যাসিকে দূর করিয়া দিলেন। এ কথার তাৎপর্য্য স্বভাবাতিক্রম দুর্ঘট। এতাদৃশ কমণ্ডলাচারি সন্ন্যাসির ন্যায়

ঐ অতিথি বন্ধচারি ছিল যেহেতুক ইনি ও বিটপতা দোষেতে সর্ব্ববন্ধুজননস্ককৃত হইয়া বিবেকেতে বন্ধ চারি হইয়াছেন।

অনন্তর ঐ আতিথেয় গৃহিব্যক্তি দিবাবসানে আগত পূর্বাপরিচিত আগন্তুক অতিথি বন্ধচারিকে দেখিয়া কৃতকৃত্য ও ধন্যবাদ করিয়া স্বয়ং ভক্তিশ্রদ্ধা সৎকারাতিশয়ে পণাম স্বাগত পুষ্প পাদ্যার্ঘ্য প্রদানানুষ্ঠান পুরঃসর আসবাব স্থানপন ভোজন শয়ন করাণ লক্ষণ আতিথ্য ঐ অতিথি বন্ধচারির করিয়া রাজসেবার্থে গমন করিল। তৎপর উপপতিসমীপগমনার্থে উদ্যমব্যগ্রচিত্তা তৎপত্নী ঐ অতিথিকে বারম্বার জিজ্ঞাসা করে ওগো বন্ধচারি গোসাই মহাশয়ের নিদ্রা হইল বন্ধচারী কহিল উঁহুঁ তন্দ্রাই হইতে দিতেছে না নিদ্রা কি হবে কানের কাছে মশাগুলা ভেনং করে। তখন ঐ স্ত্রী স্বসখিসহিত উকিমারিয়া দেখে ও কানাকানি করে আইসে যায় আবার আইসে আবার যায় আমর এ পাপটার চক্ষে কি ঘুম নাই ইহা চুপেং কহে। এইরূপে অতিশয় অস্বস্থ হইয়া অতিথিকে কহিল তোমার কি আজি নিদ্রা হইবে না বন্ধচারী

এই হয় ইহা কহিয়া নিদ্রাব্যাজে নাশাশব্দ করিতে লাগিল। তদনন্তর ঐ স্ত্রী অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তা হইয়া গাত্রে যথেষ্ট হরিদ্রা অনুলেপন করিয়া নদী সন্তরণ পূর্ব্বক জারালয়ে গমন করিল। ব্রহ্মচারী স্বভাবদোষে কৌতুক দর্শনার্থী হইয়া প্রচ্ছন্নরূপে তৎপশ্চাৎ গমন করিয়া নিভৃতস্থলে থাকিয়া ঐ স্ত্রীর চরিত্রসকল দেখিয়া শয়নস্থানে আসিয়া নিদ্রিত হইয়া থাকিলেন। এইরূপে উপপতিসমীপোস্থিতা অভিসারিকা ঐ কামিনী অত্যন্ত কামুক জারসঙ্গে কামকলালীলাবিলাসপূর্ব্বক সঙ্গোপাঙ্গরূপে বিলক্ষণমতে স্বাভিলাষ সম্পূর্ণ করিয়া পূর্ব্ববৎ অনেক হলুদ মাখিয়া নদী সাঁতারিয়া ঘরে আসিয়া খাটে অকাতরে শুইয়া থাকিল। অনন্তর দুইপ্রহর রাত্রির পর তৎপতিও আসিয়া তৎসহিত স্বাপাবেশে থাকিল।

পরে প্রাতে ঐ গৃহপতি মুখপ্রক্ষালন শৌচাচমনাদি প্রাতঃকৃত্য করিয়া ব্রহ্মচারীসমীপে আসিয়া দণ্ডবৎ করিল। ব্রহ্মচারী আশীর্ব্বাদ করিলেন ও কহিলেন „দিবা বিভেতি কাকেভ্যো রাত্রৌ সঞ্চরতে নদীং" অর্থাৎ যে দিবসে কাকের ডাকে ভয় পায় সে রাত্রিতে একলা নদী সন্তরণ করে। গৃহী বিমনা হইয়া কহিলেন।

"তত্র নক্রভয়ং নাস্তি"। অর্থাৎ সে নদীতে কি কুম্ভীরের ভয় নাই ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন "তদ্বিজানন্তি তদ্বিদঃ" অর্থাৎ কুমীরের ভয়নিশ্চিত রূপে যে জানে সে কুমীরের ভয় যাহাতে না হয় তাহাও জানে। এই কহিয়া ব্রহ্মচারী গেলেন। গৃহী ব্রহ্মচারির এই কথাতে সন্দিগ্ধ হইয়া সেই দিবস রাজসেবার্থ গমনচ্ছলে নদী পারে রহঃ স্থানে লুক্কায়িত হইয়া স্বস্ত্রীর চরিত্র তাবদ্দেখিয়া মনে করিল ওরে ব্রহ্মচারী যাহা কহিয়াছিল সে সকলি সত্য। নক্রভয়েতে গাত্রে হরিদ্রা লেপন করে শুত আছে হরিদ্রা কুম্ভীর জাতির বিশেষ স্ত্রী হইয়া ইহার এপর্য্যন্ত অনুধাবন হায় এবড় দুর্দৈব ইনি আমার প্রেয়সী ইহার কুহক বিড়ম্বনাতে আমি এতাবৎকাল পর্য্যন্ত বিড়ম্বিত হইয়াছিলাম এ স্ত্রী হইয়া আমাকে লীলা মর্কট প্রায় করিয়া রাখিয়াছিল এতদিনে সকল প্রকাশ হইল আমি কেবল বর্ব্বর। "ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ" পূর্ব্বে এ সকল কিঞ্চিন্মাত্রও জানিতে পারি নাই। এইরূপে নানাপকার অনুশোচন ও পশ্চাত্তাপ করিয়া তদবধি ঐ স্ত্রীতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাহাকে ত্যাগ করিল।"